সাংবাদিক, নাকি 'সাংঘাতিক' জুটি

কর্ণফুলী'র স্মৃতিচারণ

জগত একটি পান্থশালা বা সরাইখানা। কেউ এখানে স্থায়ীভাবে থাকেনা কিন্তু মন্দ আর ভালো যা-ই হোকনা কেন প্রতিটি জীব তার দীর্ঘ চলাপথে কিছুনা কিছু স্মৃতি পেছনে ফেলে যায়। সাধু রেখে যায় তাঁর গুন-কির্তী, খুনি রেখে যায় খুনের চীহ্ন আর বানর রেখে যায় তার পদচীহ্ন। সেই স্মৃতি বা পদচীহ্ন দেখেই আগত প্রজন্ম বা পথিকরা বুঝতে পারে, এ পথে আগে হেঁটে যাওয়া সামনের জীব দুটি বানর ছিল না মানুষ।

সুখে দুঃখে, সম-লিঙ্গ এক যুগল

মহামতি ডারউইনের বিবর্তন মতবাদকে যথাযথ প্রমান করে আদিকালের দু বানরকে এখন সিডনীতে মনুষ্যরূপী একসুরে কথা 'কইতে' দেখে অনেকে আশ্চর্য্য হচ্ছেন। আমাদের কয়েকজন ধর্মপ্রাণ পাঠক সিডনীতে এসে ডারউইনের থিওরী'র এরূপ জ্বলন্ত প্রমান দেখে এখন প্রায় ধর্ম খোয়াতে বসেছে। জানা গেছে এরি মধ্যে দু-একজন এই সুত্র বা মতবাদের সত্যতা দেখে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়ে 'পরম-ইশ্বর' ও 'সৃষ্টিকর্তা' শব্দ দুটি এখন ভুলেও আর মুখে নেয় না। তাদের ধারনা ডারউইনই সত্য, সেকালের বানর একালে মানুষ হওয়া সম্ভব। বিবর্তন বিষয়ে 'পরম-ইশ্বর' বা 'সৃষ্টিকর্তা' যা বলেছে তার সবি ভুল ও বিভ্রান্তিকর।

গত একযুগে মাইগ্রেশন সহ নানাভাবে প্রচুর বাংলাদেশী এসে জড়ো হয়েছে আজ সিডনীতে। অনেকে ধারনা করেন এ সংখ্যা এখন শুধু সিডনীতেই প্রায় ত্রিশ হাজার ছুঁই-ছুঁই করছে। অচেনা-অজানা মুখ বেড়েছে অনেক। পাশাপাশি সফলতা ও সাধুবাদ জমা হয়েছে বাংলামা'য়ের কুঁড়ে ঘরে বেশ। অনেকের ভালো লেগেছে এ দেশ ও এ সমাজকে তাই ঘাঁড়-ঘুরে পেছনে দেখেননি আর। আবার তার উল্টোটাও হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে, হাঁড়ি-পাতিল সব জলের দামে 'গ্যারাজ-সেল' দিয়ে ফিরে গেছে নিজমার্তৃভুমিতে। অনেকে নয় মণ ঘি পুড়িয়েও বছরের পর বছর রাধার নাচ দেখতে পারেননি এ দেশে। আর সে সংখ্যাটিও একদম নগন্য নয়। নুতন যারা এসেছে তারা আজকাল সিডনীতে অনেক কিছুই জানছে, অনেকের ভারী-গম্ভির কণ্ঠ শুনছে, অনেক ভেল্‌কীবাজিও দেখছে। দেশিয় রাজনিতীর নামে বিদেশে অহরহ দেখছে কত অনাচার। ওরা দেখছে ডক্টরেট পদবীর কিছু 'খেঁকশিয়াল' রাজনৈতিক পদহরনে কি নির্লজ্জ প্রতিযোগীতায় নেমেছে সিডনীতে। এই গুটিকয়েক 'খেঁকশিয়াল'দের প্রশ্রয় ও ছত্রছায়ায় সাংবাদিক নামের কিছু 'সাংঘাতিক' কি উৎপাতই না করছে এ প্রবাসে। সাংবাদিকতার নামে সিডনীর বাংলাভাষী জনপদে গ্যাংরিনের মত সামাজিক-পঁচন ধরা শুরু হয়েছে মূলত নব্বুই দশকের মাঝামাঝি থেকে। তখন দলছুট হয়ে মানুষ্যরূপী কয়েকটি বানর লম্ফ দিয়ে হঠাৎ অষ্ট্রেলিয়াতে এসে জড়ো হয়। অতপরঃ বাংলাদেশী-সাংবাদিকতার নামে

সিডনীতে তারা শুরু করে প্রকাশ্যে চুলাচুলি। এ ম্যারথনে নব্বুই দশকে সিডনীর দু'বানর শ্রেষ্ঠ হয়েছিল নিজ নিজ স্ত্রীকে কাগজে কলমে প্রকাশ্যে বিক্রি করার প্রতিযোগীতায় নেমে। যার রেষ আজো মারাত্মকভাবে রয়ে গেছে সিডনীর বাংলাভাষী জনপদে। অনেক গুনি ও সচেতন পাঠক মন্তব্য করছেন, 'যা সন্তানদ্বয় আগে শুরু করেছিল তা এখন সাঙ্গ করবে ওদের বাবা', অর্থাৎ কর্ণফুলী তার সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ দিয়ে এদের মুখোশ উম্মোচন করে এর একটি 'হিল্লা' করবে।

মূলত নব্বুই দশকের মধ্যভাগে সাংবাদিকতার নামে সত্যিকারার্থে সিডনীতে কি হয়েছিল, কে কাকে কি বলেছিল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরনের মতো কে কার স্ত্রীকে কখন নাঙ্গা করেছিল তা এখন আর খতিয়ে দেখার সাধ্য কোন পাঠকের নেই। তাই সমমনা কিছু বাংলাভাষী মিডিয়ার সহযোগীতা ও অগনিত কৌতুহলী পাঠকদের আকুল আবেদনে সম্প্রতি আমাদের কর্ণফুলী তার নবপ্রজন্মের পাঠকদের সেই স্মৃতির উপত্যকায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে অনেকটা 'টুরিষ্ট গাইড' এর মতো একটি মহতি পদক্ষেপ নিয়েছে। স্মৃতি-উপত্যকা ভ্রমনে কর্ণফুলীতে শুধু পুরানো কয়েকটি পত্রিকার বিভিন্ন আর্টিকেলগুলো একে একে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে (ইন্‌শাল্লা-হুল আজীম)। তবে কারো কোন প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত কর্ণফুলী উপযাজক হয়ে নিজ থেকে ঐ সকল প্রেসক্লিপিং সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা উল্টো প্রতিবেদন ছাপাবে না।

এদিকে সিডনীতে একটি অতি-আলোচিত জুটি'র শীর্ষ পরামর্শদাতা (নাটের-গুরু) বিকলধারার বিকলাঙ্গ সভাপতি সম্প্রতি একটি 'পদন্নোতি' পেয়েছেন জেনে সিডনীবাসী অনেক বাংলাদেশী তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। শরনার্থী দরখাস্তে তার এ রাজনৈতিক 'চীৎ-পটাং' বড় কাজে লাগবে বলে অনেকে আশাবাদি। কারন 'আব্বার আদর্শে' দীর্ঘদিনের বিশ্বাসী ব্যক্তিটি এখন ভাইয়ের আদর্শ-পথ ধরেছে দেখে তেমন কেউ ভিমরী খায়নি, কারন এটি এখন আমাদের একটি জাতিয়ব্যাধি। সুতরাং কে কখন কার কোলে বসে কাকে পাদুকা ছুঁড়বে সেটা এখন ভাবনার বিষয় নয়। এদিকে কর্ণফুলী'র কয়েকজন নিয়মিত পাঠক যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে কাজ করছেন এবং বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের সাথে জড়িত তারা এ বিকলাঙ্গ নেতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কর্ণফুলী তাদের প্রদত্ত কোন তথ্য গ্রহন না করে বরং তাদেরকে সেখানে ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান মিশনের সংশ্লিষ্ঠ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছে।

'বধ্যভুমি'তে বিকলাঙ্গ নেতার ঘনিষ্ঠতা ও প্রমোশন দেখে আমাদের কর্ণফুলী যারপর নাই খুশি হয়েছে। অনেক পাঠক ফোন করে কর্ণফুলীতে এ বিকলাঙ্গ সভাপতি'র মাইগ্রেশন জালিয়াতি ও তার বড় কন্যাকে 'ইন্নোসেন্ট ইল্লিগ্যাল' ও ত্যাজ্য দেখিয়ে, অষ্ট্রেলিয়ার সৎ ও মানবতাবাদি মাইগ্রেশন সিস্টেমকে তিনি যেভাবে ধোঁকা দিয়েছেন সে লোমহর্ষক ঘটনাটি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরন দিয়ে 'আসন্ন-প্রতারক'দের হাত থেকে অষ্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমরা পুনরায় তাদের উদ্দেশ্যে করজোড়ে অনুরোধ করছি এ সকল স্পর্শকাতর বিষয়ে আমাদের কাছে ইমেইল বা ফোন করে বিরক্ত না করার জন্যে। কারন মাইগ্রেশন প্রতারনা বিষয়টি ঘেঁটে দেখার জন্যে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট এর ভেতরেই 'ফ্রড এ্যনালাইসিস'

নামে একটি আলাদা বিভাগ রয়েছে। কে কিভাবে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়েছে এবং তা অর্জন করতে কে কোন ধরনের প্রতারনার পথ অবলম্বন করেছে সেটা উক্ত বিভাগটি খতিয়ে দেখবেন। নাগরিকত্ব পেতে যে দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়, ঘটনাটি যদি দুর্ঘটনা হয়ে থাকে' সে সময়ের মধ্যেই উক্ত বিভাগ তদন্ত করে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাছাড়া তার বিকলধারার দ্বিতীয় নেতা এবং 'বধ্যভুমি' পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ-সদস্য 'ছাল-ছাটানো' রেডিও ঘোষিকাটি বিষয়েও অনেক পাঠক এখন বেশ কৌতুহলী। আমরা পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে এধরনের সত্য উদঘাটনের 'সোল এজেন্সি' কর্ণফুলী নেয়নি, কারণ অষ্ট্রেলিয়াতে আরো অনেক মিডিয়া আছে যারা প্রতিনিয়ত 'মাইগ্রেশন ফ্রড' সংবাদ ছেপে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তাদের নজরে পড়লে হয়ত তারা এগুলো দেখবেন। বিদগ্ধ পাঠকরা নিশ্চয় মনে করতে পারছেন বিখ্যাত 'আদম-তেজারত' তুরস্কের আলী সেতিনকে, যাঁর সচিত্র সংবাদ ১৫ জানুয়ারী ২০০৪ এ সিডনী মর্নিং হেরাল্ডে বড় করে ছেপেছিল। সেতীন থাইল্যান্ড থেকে বিভিন্ন পথ ঘুরে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মিথ্যা গল্পে বিশ্বাস করে দয়ালু অষ্ট্রেলিয় কর্তৃপক্ষ তার শরনার্থী দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। কিন্তু সেতীন একজন জাত-জালিয়াত। স্থায়ী অভিবাশন পাবার সাথে সাথেই সে জালিয়াতিতে জড়িয়ে যায় এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্বাস ও মানবতাবাদের পশ্চাতে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাত করে। সত্যিকারার্থে নিজদেশ মনে করে যে নাগরিকরা অষ্ট্রেলিয়াকে ভালোবাসেন তারা সেতীনের বিরুদ্ধে আইনগত ও সঠিক ব্যবস্থা নেয়াতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আমাদের বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজে এরকম কেউ আছে বলে আমরা এখন পর্যন্ত তেমন কোন খবর পাইনি। পেলে সেটা আমরা 'অষ্ট্রেলিয়া-মাতা'র বৃহত্তর স্বার্থে তা প্রকাশ করবো। প্রতিনিয়ত সিডনীর অনেক সংবাদ মাধ্যম এ সকল ঘটনাকে রিপোর্টিং করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। কর্ণফুলী'র অনুসন্ধানী টিম তাদের সাথে যৌথভাবে যেন কাজ করে সে বিষয়টিও অনেকে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আমরা আপাততঃ বিষয়টি একপাশে রেখেছি। এ সকল সংবেদনশীল বিষয়ে আমাদের অনীহা দেখে অনেক পাঠক আমাদেরকে পাল্টা উত্তরে জানিয়েছেন যে অষ্ট্রেলিয়ার গর্বিত নাগরিক হিসেবে আর সকলের মতো প্রবাসে জন্মভুমি বাংলামা'য়ের মান রক্ষা করতে এবং অষ্ট্রেলিয়াকে নিজদেশ বিবেচনা করে একে মাইগ্রেশন প্রতারনা থেকে বাঁচানোর সামাজিক দায়বদ্ধতা আমরা এড়াতে পারিনা। বিদগ্ধ পাঠক ও গুনগ্রাহীদের এ অনুরোধটি আমরা অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি এবং এ বিষয়ে কিভাবে আমাদের উপর ন্যস্ত দায়ীত্ব আমরা পালন করতে পারি সে বিষয়ে এখানের সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ভবিষ্যতে আমরা হয়তো এ সকল বিষয়ে সচিত্র রিপোর্ট ছাপবো।

তবে চলুন স্মৃতির বধ্যভুমিতে এখন। এখানে 'ছোট্ট করে একটু ক্লিক করুন' ----------

ধারাবাহিক স্মৃতি-উপত্যকা ভ্রমনের জন্যে আগামি সংখ্যায় দৃষ্টি রাখুন, দেখুন কর্ণফুলী'র সাম্পান কি বয়ে নিয়ে আসছে।